দৈনিক সংবাদ

তারিখ 06 SEP 1988
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৬

150

ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া, ফি সম্পর্কে কিছু নিবেদন

গত ১৯৮৭ সালে আমার কন্যা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগে প্রথম পর্ব এম এ-তে ভর্তি পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়া ভর্তি হয়। সেই সময় ভর্তির জন্য টাকা ছাড়াও চারশ' টাকা বিভাগীয় সেমিনারের জন্য লওয়া হয়। ঐ টাকা নাকি বই কেনার জন্য লওয়া হয়। কিন্তু গত এক বছরে আমার কন্যা সেমিনার হইতে একটি বইও পায় নাই। এই বিষয়ে জানিবার জন্য একদিন আমি প্রিন্সিপাল সাহেবের সংগে সাক্ষাৎ করিতে যাই। বাংলাদেশের এ বৃহত্তম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের কক্ষে সেইদিন অনেক লোক ছিল। এ সত্ত্বেও তিনি আমাকে যেভাবে সমাদর করিয়াছিলেন সেই কারণে দিনটি আমার স্মরণে আছে। তাঁহার বিনয়ী ব্যবহার ও ব্যক্তিত্বে একজন ঈমানদার ও সাচ্চা শিক্ষকের ছাপ খুবই স্পষ্ট। প্রিন্সিপাল সাহেব আমাকে জানান যে, বিভাগীয় সেমিনারের জন্য একশ' টাকা নেওয়ার রেওয়াজ কলেজে আছে এবং ঐ টাকার রসিদ দেওয়ার জন্য সকল বিভাগকে নির্দেশ নোটিশের মাধ্যমে দেওয়া আছে।

আমি এতদিনে ঐসব কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু একটি ঘটনার জন্য অতিষ্ঠ হইয়া এই পত্রটি লিখিতে বাধ্য হইলাম। আমার কন্যা ভর্তি হইবার পর হইতে খুব কম দিনই ক্লাস করিয়াছে। কারণ বিভাগীয় শিক্ষকরা নাকি ক্লাস নেন না। এইভাবে এম, এ'র প্রথম পর্বে পরীক্ষার সময় চলিয়া আসে এবং তখনও পরীক্ষার ফি'র অতিরিক্ত একশ' টাকা এবং এডমিট কার্ড দেওয়ার সময় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের মৌখিক পরীক্ষার সময় আপ্যায়নের জন্য ত্রিশ টাকা লওয়া হয়।

কিন্তু ২০-৮-৮৮ তারিখে শেষ পরীক্ষার শেষে বিভাগীয় চেয়ারম্যান আবার সবাইকে ২১-৮-৮৮ তারিখে মৌখিক পরীক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের আপ্যায়নের উদ্দেশ্যে ত্রিশ টাকা দেয়ার নির্দেশ দেন। বেশী যারা দেবে তাদের নম্বরও নাকি বেশী দেয়া হবে।

আমার এখন কথা হল যে, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের আপ্যায়ন কে করায়, করাতে কত টাকা লাগে এবং সেই খাদ্য কি উড়োজাহাজে করে বিদেশ হতে আনা হয়েছিল, যার জন্য মাত্র কয়েকজন শিক্ষককে খাওয়াতে কয়েক হাজার টাকা সংগ্রহ করতে হয়েছিল?

ফরিদ উদ্দিন চৌধুরী
৩০৮/৪, সিখিলগাঁও, ঢাকা।